The Global Journal of Contextual Thought

(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)

Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: *www.tgjct.org*Email:*editor@tgjct.org* ISSN: 3107-7528*(Online)*

বিষয় ভাবনার আঙিনায় বাদ্যের তালে ঝুমুর

MitaTudu

Former Student . Dept. of Bengali . Vidyasagar University West Bengal, India . Email Id – mitatudu@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400071

সারসংক্ষেপ

বাংলার মানুষের হৃদয়তন্ত্রী গান তথা গীতি সাহিত্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় চর্যাপদ, বৈষ্ণবপদাবলীও শাক্ত সঙ্গীতগুলির জনপ্রিয়তা দেখে।এই সাহিত্য সর্বজন প্রশংসিত ও বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উচ্চাসনে প্রতির্ষ্ঠিত।কিন্তু ছন্দোবদ্ধ আর এক সাহিত্য আছে যা তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের কাছে প্রায় অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত।সেই সাহিত্য হল অমৃততুল্য চিন্তারত্ন বাংলার লোকসাহিত্য।এর জন্মনিরক্ষর মানুষের অনাড়ম্বর কুটীরে, লালন পালন তারই হৃদয়ের আনন্দলোকে।পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সুখ দুঃখ তরঙ্গিত বিচিত্র প্রবাহ বয়ে চলেছে যে লোকসাহিত্যে, তা দেশের আদিম জনসাধারনের লোকসংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।এই লোক সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ হল লোকসংগীত।লোকসংগীত নামক বৃক্ষের একটি শাখা ঝুমুর গান, এই গান পল্লীজীবনের বাস্তবতার আয়না।এই গবেষণাধর্মী লেখাতে ঝুমুর গান সুদূর অতীত থেকে যে বিষয় ভাবনায় রচিত এবং গানে বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্তনতা গানকে কতটা প্রভাবিত করে তুলেছে তাছাড়া এই গানে বর্তমান সমাজের আরো কিছু ইতিবাচক ও নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরে গানের সোনার মুকুটে নতুন পালক যোগ করার প্রচেষ্টা।

Keywords: *-ঝুমুর গানের বিষয় ভাবনা, বাদ্যযন্ত্র, নতুনত্ব, পল্লীগীত।*

ভূমিকা:

বাংলা সাহিত্য যে সব স্তম্ভের ওপর দাড়িয়ে আজ ইমারতের রূপ নিয়েছে, তার মধ্যে একটি স্তম্ভ হল লোক সাহিত্য।এই সাহিত্যে সবার নীচে পিছিয়ে পড়া লোক সমাজের সর্বাঙ্গিক জীবনদর্শনের দলিল ধরা পড়ে।লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো এক সমৃদ্ধতম শাখা হল লোকসঙ্গীত, এই সঙ্গীত দৈনন্দিন জীবনচারণেআনন্দ সৃষ্টি এবং পরিশ্রম লাঘবের প্রয়োজনে এর জন্ম, এই সংগীত গুলো অনেকটা তা□ক্ষনিক এবং সহজ সরল।কেননা কথার উপর কথা দিয়ে মালা গাঁথলেই তা আমাদের মনের খোরাক মেটাতে পারে না।সেই জন্য দরকার সুরের মাদকতা, সেই সুরই আমাদের মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এক শিহরণ সৃষ্টি করে।লোক সংগীতে তেমনই এক ধারা তথা গান হল ঝুমুর, যার কথা ও সুর আমাদেরকে অন্য জগতে বিচরণ করায়।বঙ্গদেশ চারটি লোকসঙ্গীত অঞ্চলে বিভক্ত, যেমন— উত্তরে ভাওয়াইয়া, পূর্বে ভাটিয়ালি, মধ্য দক্ষিনে বাউল এবং পশ্চিমে ঝুমুর।আমাদের আলোচনায় উল্লেখ্য পশ্চিমের ঝুমুর, তার নিজস্ব গুণে সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে নিঃশ্বাস বায়ুর মতো।ঝুমুরের মতো এমন একটি মৃত্তিকাশ্রয়ী, শক্তিশালী, নমনীয় ভাব ও রস বৈচিত্র্যযুক্ত, সংগীত সারা ভারতবর্ষের লোকসংগীত এর তুলনায় আছে কিনা সন্দেহ।সময়ের সাথে সাথে এই ঝুমুর গানের ভাবনার পরিবর্তন দেখা যায়, বর্তমান সমাজে এই গানের বিষয় কিংবা ভাবনার পরিবর্তনতাকে এই গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।এছাড়া কোনো গান বিনাবাদ্যে পূর্ণতা পায় না, ঝুমুর গান পরিবেশনের সময়ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল।কালের বিবর্তনে এই বাদ্যযন্ত্রেরও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তা দেখানোর ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করা হয়েছে গবেষণায়।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

সাধারণত 'ঝুমুর' একটি বিশেষ্য পদ। এই 'ঝুমুর' শব্দের প্রকৃত অর্থ নিয়ে বিভিন্ন মুনির বিভিন্ন মত রয়েছে।বলা যায় যে, এই শব্দটি প্রথম পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা গোবিন্দদাসের মাতামহ দামোদর মিশ্রের 'সঙ্গীত দামোদর' গ্রন্থে। পুরুলিয়ার বিশিষ্ট কবি ও প্রখ্যাত ঝুমুর শিল্পী শলাবত মাহাতো বলেছেন— 'ঝুমুর' কথার অর্থ ঝুরে মরা, তবে অঞ্চল ভেদে এই ঝুমুর শব্দটির উচ্চারণে আধিক্য দেখা যায়।রাঢ় বাংলায় 'ঝুমুর' নামে পরিচিত, পুরুলিয়ায় এর আঞ্চলিক উচ্চারণ 'ঝুমইর'।ওড়িশায় 'ঝুমুর' বলা হয়, কুড়মালি প্রাচীন গীতে'ঝুমরি' শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

মূলত নৃত্য, গীত ও বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে যা পরিবেশিত হয় তা হল ঝুমুর গান।কিন্তু ঝুমুর গানের সংজ্ঞা নিয়েও নানা মতভেদ রয়েছে।

ডঃসুকুমার সেন বলেছে –"অঙ্গলিকা নাচ হইতে আসিয়াছে রাজস্থানী 'ঝমাল' গান, বাংলায় ইহা একদিকে 'ধামালী'তে অপরদিকে 'ঝুমুর'এ পরিণত।

দামোদর মিশ্র তাঁর 'সঙ্গীত দামোদর' গ্রন্থে ঝুমুর গানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন

"প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা সাধ্বীকমধুরা মৃদুঃ।
একৈব ঝুমরীর্লোক বর্ণাদি নিয়মোজ ঝিতা॥"

অর্থা ঝুমরি বা ঝুমুর গানে প্রায় শৃঙ্গার রসের বাহুল্য থাকিবে, তারা মধুজাত সুরার ন্যায় মধুর এবং মৃদু হইবে, তাহাতে বর্ন্যাদি অর্থা ছন্দাদির বাধা নিয়ম থাকিবে না।

যাই হোক প্রচলিত ভাষায় বলা যায় নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে গাওয়া গান হল ঝুমুর গান।এই গান আবার কোথাও সারাবছর ধরে গাওয়া হয় বলে বারোমেসে সংগীত নামেও পরিচিত।এই গানের সুর মূলত উচ্চগ্রাম থেকে নিম্নগ্রামের দিকে অবরোহন করে।তাছাড়াতালকে ছেড়ে মাত্রাকে অনুসরণ করে।আগে ঝুমুর গান ও নাচ দুটোই পরিবেশিত হত কিন্তু বর্তমানে গানকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ঝুমুর গান মূলত ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেরপূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, পুরুলিয়া, ঝাড়খন্ড রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম, রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ, গিরিডি, ধানবাদ ও ওড়িশা রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ, সুন্দরগড়, কেওনঝাড় এবং আসাম রাজ্যেও প্রচলিত আছে।

ঝুমুরগানকে বিষয়বস্তু ও রচনার বৈশিষ্ট্য অনুসারে নানা ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।যেমন মার্জিত ভাষায় যে ঝুমুর গানগুলি রচিত, যার বিষয়বস্তু মূলত দেহতত্ব, কৃষ্ণলীলা, পূরাণ এগুলি পয়ার বা ত্রিপদী ছন্দে রচিত, চারটি কলি থাকে এবং ধুয়া, রঙ ও ভনিতাযুক্ত, যেমন— দরবারী বা বৈঠকী ঝুমুর।লৌকিক ভাষায় রচিত, যেগুলির কলির সংখ্যা তিন বা তিনের কম, সুর বৈচিত্র্য নেই, আকস্মিক আবেগে রচিত, যেমন - টাঁড়, উধেয়ো, ডহরিয়া, ডমকচ গান প্রভৃতি।আবার সুর-তাল-নৃত্যকে কেন্দ্র করে যে ঝুমুর পরিবেশিত হয় যেমন— চুয়া, কীর্তনীয়া, দাঁড় শালিয়া, খেমটি, আড়হাইয়া।আবার ঋতু অনুসারেও ঝুমুর গান গীত হয় যেমন - ভাদর মাসে গাওয়া গান ভাদরিয়া, চৈত্র মাসে গাওয়া গান চৈতারি, আষাঢ় মাসকে কেন্দ্র করে আষাঢ়ি, কিংবা বারোমাসেই ঝুমুর গান গাওয়া হলে তা হয় বারমেস্যা।অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যানুসারে যে ঝুমুর গান গাওয়া হয় তা বরাবাজারিয়া, বাগমড্যা, ঝালদোয়া, সিলিয়াড়ি, গোলাওয়ারি, তামাড়িয়া প্রভৃতি।জাতি অনুসারেও ঝুমুর গান গাওয়া হয় যেমন— কুড়মালি, মুন্ডারি এছাড়াওআবার নানা ভাগ রয়েছে।

কতদিন আগে ঝুমুর লেখা হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, তবে ঝুমুর গানের উল্লেখ যে প্রাচীন সাহিত্যগুলি থেকে পাওয়া যায়, তা থেকে অনুমান করা হয় এটি অতি প্রাচীন শিল্প।তবে ঝুমুর সাহিত্যকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে— আদিযুগ (চৈতন্য পূর্ব সময়ের ঝুমুর), মধ্যযুগ (চৈতন্য পরবর্তী সময় থেকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত) ও আধুনিক যুগ (স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত)।আদি যুগে মূলতকৃষিকাজ বা অন্যান্য কাজে যুক্ত নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা কাজের ফাঁকে কিংবা সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি মেটাতে ঝুমুর গান গাইতেন।এখানে তাদের জীবন কাহিনী, মনের আবেগ, কোনো সুখ দুঃখের ঘটনা, প্রেম বিশেষত দৈহিক প্রেম, কোনো আচার অনুষ্ঠানের ঘটনা গানে স্থান পেত।কিন্তু মধ্যযুগে

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে ঝুমুর গানের সঙ্গে কীর্তনের রীতি যোগ হয়।আর ঝুমুর গান এক নতুন রূপ লাভ করে, তখন রাধাকৃষ্ণের লীলাই মুখ্য হয়ে ওঠে। এছাড়া-সহজিয়া, বৌদ্ধ, জৈন, দেহতত্ব, জন্মান্তরবাদ, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী নিয়ে ঝুমুর গান রচিত হতে থাকে।রাজদরবারেও এই সময় ঝুমুর গান ঠাঁই পায়, বিভিন্ন রাজারা তাদের দরবারে ঝুমুর শিল্পীদের নিয়ে ঝুমুর গানের আসর বসাতেন।এই সময় ঝুমুর গানের জনপ্রিয়তা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।আধুনিক যুগে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজাদের রাজতন্ত্র ভেঙে পড়ে এবং ঝুমুর শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে গানও তার জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে।পরে কিছু লোকশিল্পীদের প্রচেষ্টায় ঝুমুর গান তার জায়গা ফিরে পেতে থাকে কিন্তু তখন তার বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমের লীলার পরিবর্তে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি স্থান পায়, স্বাধীনতার কাহিনী, বীরত্বের কাহিনী, দুর্ভিক্ষের ছবি ধরা পড়ে।বর্তমানে সময় যত এগিয়ে যায় লোকে ততই ঝুমুর গানের বিষয়ও পরিবর্তন হতে থাকে।তারপর পেটের দায়ে দেশান্তরের কথা, পণপ্রথা, ঋতুর বর্ণনা, পুরনো পরবের বর্ণনা, কোনো অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, আচার অনুষ্ঠান ঝুমুর গানে স্থান পায়।এখন আবার ঝুমুর গানে শিল্পীরা নিজের প্রতিভা, প্রেমের অপূর্ণতা, কোনো নারী কিংবা পুরুষকে দেখে ভালো লাগার অনুভূতি, একতরফা প্রেম— এই সব বিষয় নিয়ে গান পরিবেশন করে থাকে।তবে এর পাশাপাশি সমাজে যে এখন কম বয়সে বিবাহের প্রবণতা, মোবাইল ফোনের প্রতি বাচ্চাদের ঝোঁক, স্কুল ছুট এই সব বিষয় নিয়ে গান পরিবেশন করলে সমাজে ঝুমুর গানের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সচেতনতাও লাভ করবে।কেননা ঝুমুর গানের জনপ্রিয়তা বর্তমানে বেশ তুঙ্গে। কয়েকটি গানের দৃষ্টান্ত—

1. যমুনাতটেতটিনীনিকুঞ্জবিকশিত যথা প্রসুন পুঞ্জ
গুজবে অলি মাতিয়া,
সেথায় মুরারী বাজায় বাঁশরী
রাধা রাধা নাম ধরিয়া
রা॥ চলে যায় গো রাধাচলিল রাধাদামিনী গতি জিনিয়া
চঞ্চল চিত অঞ্চল পড়ে খসিয়া।
একেত ভাদর রাতি আঁধারি দুজে একাকিনী রাজকুমারী
ক্ষণে পথ যায় ভুলিয়া।
সঙ্গেতে মদন দেখায় তখনবিজলী আলোক জ্বালিয়া। (ঝুমুর শিল্পী: ভবপ্রীতানন্দ ওঝা)

2. নারীনাহয়আপনকতকরি গো যতন,
নারীর জন্য মরে গেছে লঙ্কার রাবণ,
ঐনারীর জন্য লঙ্কাপুরে হল মহারণ,
নারী না হয় আপন যত করি গো যতন,
দুষ্টুমতিলঙ্কেশ্বরেহরণহলেসীতাপঞ্চবটী, বনে,
সীতার জন্যে মরে গেল লঙ্কারই রাবণ। (বাঁশ পাহাড়ী)

3. ডিংলায়দিঁয়েছিসপঁয়রা
রাগাই গেল
তোদের জামাই চেঁদরা। (উ৷সবের গান)
(কুমড়োর তরকারি, তাতে দিলাম একটুখানি লঙ্কা, তাতেই চটে গেল তোদের একগুঁয়ে জামাই)

4. আকালবছরআইলঝড়
উড়াই নিলো চালের ঘর
খুদ কুঁড়ো ঢুকে গেল টেঁড়ে
মাস পিঠা হবেক মকরে।
মাড় ভাতে টান টান

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

বাদনা পরব আসনা কাল,
বাপের ঘরে পাঁলাই যাবো বিহারেতথাও মাস পিঠা হবেক মকরে।
খুদ কুঁড়ো ঢুঁকে গেল ঢেঁড়ে
মাস পিঠা হবেক মকরে,
লইকো নাইলো ছোট বুড়ি
কেনে নিল গলায় দড়ি
নিয়াই লাগে বুড়াবুড়ি।
ভাত নায়কো দু-পহরে
তাও মাস পিঠা পবেক মকরে। (ঝুমুর শিল্পী: বিজয় মাহাতো)

5. বিহারবেঙ্গলকাঁপাইদিছি
ওরে বিহার বেঙ্গল কাঁপাই দিছি
আসি মাইতেছি মাইতেছি ওরে ঝুমুরে মাইতেছি
নাচেইছি নাচেইছি আমি সবাইকে নাচেইছি।
দেখো দেখোআইস্যা গেছে পূর্ণিমা মাণ্ডী
সামনে থাকবে ঝুমুর যত প্রেমী।
বিহার বেঙ্গল কাঁপাই দিছি
মনে মনে প্রতিজ্ঞা নিইছি
ঝুমুর আমি জানি নাই, ঝুমুর আমি বুঝি নাই
তাহে হয়েছি আমি মাতাল রে
এত রসিক ছিল হায়, এত মধুর ছিল হায়
রজনী দিদি বুঝাইল তাই। (ঝুমুর শিল্পী: পূর্ণিমা মাণ্ডী)

6. তোরমুচকিহাসিতে কীজাদু আছেরে
মনকে টানে বারে বারে,
তোর কথা বলাই কি মধু আছে রে
আমার মনকে টানে বারে বারে।
তোর সঙ্গে যেদিন থেকে আমার দেখা হঁয়েছে
সেদিন থেকে রাতে রে ঘুম ছাড়ে পালাইছে।(ঝুমুর শিল্পী – পূর্ণিমা মাণ্ডী)

7. তুই হামকে ভুলে যারে পাগল।জনমের মতো
আমার বাপে মায়ে দিল বিহা আমি করবো কী এখন
তুই কেনে দেখাই ছিলিরে পাগলি সুখেরি বপন।
আজ কী করলে ভাঙ্গলি এমন, তোর কি ছিলিরে দুশমন
তুই স্বামীর ঘরে যারে সাথী থাকিস সুখে।
বারে বারে মনে পড়ে তোরই শাসনতোর দুনিয়ায় আইসবো না যাবে সাথী,
খুঁজেও পাবি না যখন পড়বে মনে। (ঝুমুর শিল্পী: কুন্দন ও কনিকা মাহাতো)

ঝুমুর গানের আদিলগ্নে যেহেতু গানটি নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে গাওয়া হয়েছিল তাই সে রকম কোনো পদকর্তা বা শিল্পীর নাম জানা যায়নি।কিন্তু পরবর্তীকালে যেসব শিল্পী জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন তারা হলেন- ভবপ্রীতানন্দ ওঝা, বরজুরাম, দীনা তাঁতী, রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি, দুর্যোধন দাস, জগত কবিরাজ প্রমুখ।বর্তমান সময়ের শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- বিজয় মাহাতো, সুনীল মাহাতো, শলাবত মাহাতো, এখনআবার পূর্ণিমা মাণ্ডী, কনিকা মাহাতো, কুন্দন মাহাতো, পাখিরানী মাহাতো প্রমুখরা।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

কোনো গানই বাদ্যযন্ত্র ছাড়া সম্পূর্ণতা পায় না।ঝুমুর গানেও নানা রকম বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয়ে আসছে।প্রথমের দিকে যখন মানুষ একক ভাবে গান করতে লাগে তখন কোনো বাদ্যযন্ত্রের দরকার হয় না, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে যখন ঝুমুর গান ও সাথে নাচ শুরু করে তখন বাদ্যযন্ত্রের দরকার পড়ে।ঐতিহ্যগত ভাবে শাল, পলাশের বনে সারিবদ্ধভাবে মেয়েরা গান ও নাচ করে আর পুরুষেরা ঢোল, মাদল, নাগরা বাজিয়ে গানকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে।পরে ঢোল, মাদল, ধমসা, নাগরার সাথে সানাই, বাঁশি ব্যবহার হতে শুরু হয়।বর্তমানে সময়ে হারমোনিয়াম, পাখোয়াজ, গিটার, প্যাড, পিয়ানো, সিন্থেসাইজার, রেকর্ডিং ও স্টেজ পারফরম্যান্সের সময় আধুনিক মাইক্রোফোন ব্যবহার হয়।আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে গানের অভিব্যক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তরুণ শ্রোতাদের ঝুমুর গানের প্রতি আকৃষ্ট করা যেতে পারে এই ভেবে ব্যবহার করা হয়।কিন্তু এই আধুনিক যন্ত্রপাতির ভিড়ে ঝুমুর গানের যে মূল সারাংশ তা অনেক সময় হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যা গানের মূল সারাংশকে কম খাঁটি করে তোলে।অনেকে মনে করেন যে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ঝুমুর গানকে নতুনত্ব দান করে কিন্তু অনেকের আবার এটা মনে হয়, ঐতিহ্যবাহী বাজনা ঢোল, ধমসা, মাদল, নাগরা, বাঁশির সহযোগে গাওয়া ঝুমুর গানের যে মাধুর্যতা তা অনেক সময় নষ্ট করে।বর্তমানে মানুষ মনোরঞ্জনের জন্য ঝুমুর গান শোনে আর কিছু সময় পর ভুলে যায়।কিন্তু ঐতিহ্যের যে শাল পলাশের ছায়ায় ধমসা, মাদল, নাগরা, বাঁশির সহযোগে গাওয়া ঝুমুর গান, তার এক আলাদা অনুভূতি প্রতিটি মানুষের শিরা উপশিরায় এক শিহরণ জাগিয়ে তোলে।

উপসংহার-

যাই হোক পরিশেষে বলা যায় যে, ঝুমুর গান সুদূর অতীত থেকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছে এবং প্রতিটি পর্বে কিছু না কিছু ছাপ রেখে যায়।বর্তমানে লোকগীতি নামে পরিচিত লাভ করলেও এক সময় এই গান সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবন কথা থেকে শুরু করে বৈষ্ণব সমাজের লীলাকীর্তন, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমকথাকেও গর্ভে ধারণ করেছে।গানের বিষয়বস্তু ও বাদ্যযন্ত্রের সময়ের সাথে পরিবর্তনতার কারণে ঝুমুর গান কিছুটা ম্লান হলেও পুরোটা মুছে যায় নি।সমাজের সকল স্তরের মানুষের উচিত এগিয়ে এসে এই গানের মাহাত্ম্য, মাধুর্যতাকে টিকিয়ে রাখা এবং এই ঝুমুর গানকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়া।

Bibliography:

1. মিত্র, সনাতকুমার,(১৯৯৮),ঝুমুর আলোচনা ও সংগ্রহ, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯।
2. শাসমল, রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপাদান, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, টি-৩১/৮, কলেজ রো, কলকাতা-৯।
3. কর্মকার, লক্ষ্মণ, (২০১৪),দক্ষিণ মেদিনীপুরের লোক সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯।
4. মন্ডল, অনিন্দ্য, (২০১৮),ঝুমুর গান: একটি ভূ-পরিবেশগত বিশ্লেষণ, ইগনাইটেড মাইন্ডস জার্নাল।
5. সাহা, পিন্টু,(২০২২-২০২৩),ঝুমুর লোকগানে আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষা, সঙ্গীত গ্যালাক্সি জার্নাল।